সংবাদ

তারিখ 20 JAN 2014
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নির্বাচনী সহিংসতায় পুড়িয়ে দেয়া

রংপুরের ২৪৯ প্রাথমিক বিদ্যালয় মেরামতের উদ্যোগ নেই

- ক্ষতি ২ কোটি টাকার
- চলছে শুধু চিঠি চালাচালি
- শিক্ষার্থীরা ক্লাস করছে খোলা আকাশের নিচে

লিয়াকত আলী বাদল, রংপুর

দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রতিরোধের নামে চালানো ১৮ দলীয় জোটের নেতাকর্মীদের তাণ্ডবে রংপুর বিভাগের ২৪৯ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। এ সময় স্কুল ভবনে গান পাউডার ছিটিয়ে, পেট্রলবোমা মেরে ও কোথাও কোথাও পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়া হয়। এতে অনেক স্কুলভবন, শিক্ষার্থীদের বেঞ্চ, চেয়ার, বইসহ শিক্ষা উপকরণ ভস্মীভূত হয়েছে। এদিকে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার ১৫ দিন পরও এগুলো মেরামত বা পুনঃনির্মাণের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি। সরবরাহ করা হয়নি কোন আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণও। এখন শুধু চলছে চিঠি চালাচালি। কবে বরাদ্দ পাওয়া যাবে তাও নিশ্চিত করে কেউই বলতে পারছেন না। আসবাবপত্র ও শিক্ষা উপকরণ না থাকায় শিক্ষার্থীদের লেখাপড়ায় ব্যাঘাত হচ্ছে। অনেক স্কুলে মাঠে ক্লাস করতে বাধ্য হচ্ছে শিক্ষার্থীরা।

সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, ৫ জানুয়ারি জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা হয়। কিন্তু নির্বাচন প্রতিরোধ করার নামে ভোটকেন্দ্রগুলোতে

মেরামতের : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ৪

মেরামতের : উদ্যোগ নেই

(১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্বাচনের আগের দিন এবং নির্বাচনের দিন ১৮ দলীয় জোটের কর্মীরা নজিরবিহীন তাণ্ডব চালায়। এতে সারাদেশের মধ্যে রংপুর বিভাগের ৮ জেলার ভোটকেন্দ্র হিসেবে ব্যবহৃত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ২৪৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেয়া হয়েছে শিক্ষার উপকরণসহ মালামাল। সরকারি হিসাবে ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২ কোটি টাকা।

এর মধ্যে রংপুর জেলায় ৩৮টি প্রাথমিক বিদ্যালয়, নীলফামারীতে ১১টি ঠাকুরগাঁও জেলায় ২১টি, গাইবান্ধা জেলায় ৮২টি এবং দিনাজপুর জেলায় ৯৭টি প্রাথমিক বিদ্যালয়। রংপুর জেলার মধ্যে পীরগাছা উপজেলায় সবচেয়ে বেশি ২৩টি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবনে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। কাউনিয়ায় ৩টি পীরগঞ্জে ২টি, রংপুর সদর উপজেলায় ১০টি বিদ্যালয়ে আগুন দেয়া হয়েছে। অন্যদিকে নীলফামারীর জলঢাকা উপজেলায় ৫টি, ডোমারে ৩টি এবং ডিমলা উপজেলার ৩টি স্কুলে আগুন দেয়া হয়েছে। এছাড়া গাইবান্ধা জেলার সদর উপজেলায় ৬টি, গোবিন্দগঞ্জ উপজেলায় ২৫টি, পলাশবাড়িতে ১৯টি; সুন্দরগঞ্জে ১৭টি ও সাদুল্লাপুর উপজেলায় ১৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। অন্যদিকে দিনাজপুর জেলার কাহারোল উপজেলায় ২টি, খানসামায় ২১টি, ঘোড়াঘাটে ৭টি, চিরিরবন্দরে ২৩টি, সদর উপজেলায় ৬টি, নবাবগঞ্জ উপজেলায় ২টি পার্বতীপুরে ১৪টি এবং বীরগঞ্জ উপজেলার ২২টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে আগুন দিয়েছে দুর্বৃত্তরা। বেশিরভাগ স্কুলের ভবন, চেয়ার, বেঞ্চ, আসবাবপত্রসহ শিক্ষা উপকরণ এমনকি শিক্ষকদের গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র পুড়ে গেছে।

সরজমিনে রংপুরের পীরগাছা উপজেলার কালিগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়ে দেখা গেছে, শিক্ষার্থীরা প্রচণ্ড শীতে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে। শিক্ষকদের বসার ঘরটি জ্বালিয়ে দেয়ায় তারাও খোলা মাঠে বেঞ্চ সংগ্রহ করে বসতে বাধ্য হচ্ছেন। জাপান থেকে অনুদান হিসেবে পাওয়া মূল্যবান পিয়ানো যার মূল্য আনুমানিক ১০ লাখ টাকা হবে, পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

শিক্ষকরা জানান, ভোটের আগের দিন রাতে দুর্বৃত্তরা গান পাউডার ছিটিয়ে আর পেট্রল ঢেলে আগুন ধরিয়ে দেয়ায় তাদের দুটি কক্ষ ও আসবাবপত্রসহ মালামাল পুড়ে গেছে। এ ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে লিখিতভাবে জানানো হলেও এখন পর্যন্ত ভবন মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহের কোন উদ্যোগ নেয়া হয়নি।

একইভাবে নীলফামারী ও গাইবান্ধার বেশ কয়েকটি ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, রংপুরের পীরগঞ্জ, সদর উপজেলার আক্কেলপুর ও মহিগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়েও গিয়ে দেখা গেছে একই দৃশ্য। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, তারা ক্লাস করতে পারছে না। শিক্ষা উপকরণ নেই, আসবাবপত্র নেই।

এদিকে কবে নাগাদ তাদের ক্ষতিগ্রস্ত ভবনসহ আসবাবপত্র মেরামত করা হবে তা কেউই বলতে পারছেন না।

রংপুর বিভাগীয় প্রাথমিক শিক্ষা বিভাগের উপ-পরিচালক মহিউদ্দিন তালুকদার সংবাদকে জানান, রংপুর বিভাগের ৫ জেলার ২৪৯টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভবন দুর্বৃত্তদের হামলায় মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ ২ কোটি টাকা। বিষয়টি লিখিতভাবে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের মহাপরিচালককে জানানো হয়েছে। দ্রুতই ক্ষতিগ্রস্ত ভবনগুলো মেরামত ও আসবাবপত্র সরবরাহসহ প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেয়া হবে। এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি জানান, তারা ক্ষয়ক্ষতির বিবরণ প্রদান করেছেন। তাছাড়াও এলজিইডি আলাদাভাবে ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দেখে প্রাক্কলন তৈরি করছে।

তবে এলজিইডির একজন ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা সংবাদকে জানান, শিক্ষা মন্ত্রণালয় থেকে এখন পর্যন্ত অর্থ বরাদ্দ পাওয়া যায়নি। আর বরাদ্দ পাওয়া গেলেও টেন্ডার আহ্বান করে ভবন সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহ করতে কমপক্ষে ৩ মাস সময় লাগতে পারে। এখন শুধু চিঠি চালাচালি হচ্ছে।

তবে অভিজ্ঞ মহলের মতে জরুরি ভিত্তিতে ক্ষতিগ্রস্ত ভবনে মেরামত ও আসবাবপত্র ও উপকরণ সরবরাহ করা না হলে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা সম্ভব হবে না। এতে তারা ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।